"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, তোমাদের অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য অবশ্যই শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা কীসের প্রস্তুতি নিচ্ছো ? তোমাদের প্ল্যান কি ?

*উত্তরঃ - তোমরা অমরলোকে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছো । তোমাদের পরিকল্পনা হলো ভারতকে স্বর্গ বানানোর । তোমরা নিজেদের তন - মন এবং ধনের দ্বারা এই ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবাতে নিয়োজিত রয়েছ। তোমরা বাবার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সাহায্যকারী । অহিংসার বলেই তোমাদের এই নতুন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । মানুষ তো বিনাশের জন্য পরিকল্পনা করতে থাকে ।

*গীতঃ- মাতা ও মাতা....

ওম শান্তি । এ কার মহিমা শুনলে ? দুই মাতার । এক তো বাবার মহিমা হয়ে থাকে, তুমিই মাতা - পিতা...নিরাকারেরই এমন মহিমা হয়, তুমিই মাতা - পিতা....কেননা পিতা যখন আছে, মাতাও অবশ্যই থাকবে । তোমরা জানো যে, পরমপিতা পরমাত্মার যখন এই সৃষ্টি রচনা করার প্রয়োজন হয়, তখন অবশ্যই মাতারও প্রয়োজন । বাবাকে তো কোনো সাধারণ তনেই আসতে হবে । শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রির মহিমা আছে । তাহলে অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মা অবতার গ্রহণ করেন । কীসের জন্য ? নতুন রচনা রচিত করার জন্য, আর পুরানো রচনার বিনাশ করার জন্য । ব্রহ্মার দ্বারাই এই রচনা রচিত হবে । লৌকিক বাবাও হলেন জাগতিক ব্রহ্মা । তিনি তার স্ত্রীর দ্বারা এই জগতে সন্তানের জন্ম দেন । তাদের সন্তানরাই তাদেরকে মাতা - পিতা বলবে । সবাই তো আর বলবে না --- তুমি মাতা - পিতা, আমি তোমার বালক, কেননা এ হলো অনেক বাচ্চার প্রশ্ন । প্রজাপিতা ব্রহ্মার হলো অনেক সন্তান । তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা অসীম জগতের পিতা ব্রাহ্মণ কুল বা ব্রাহ্মণ বর্ণের রচনা করেছিলেন । তাঁর হলো মুখের দ্বারা জন্ম । জাগতিক মা - বাবার হয় উদরের দ্বারা জন্ম । তারা এই মহিমা করতে পারবে না । এই মহিমা হলো অসীম জগতের মাতা - পিতার । তুমিই আমাদের মাতা - পিতা, তুমি এসে আমাদের আপন করে নিয়েছো । ব্যস, তোমার থেকে আমরা ২১ জন্ম স্বর্গের গহন সুখ পাই । তাই ব্রহ্মা মুখের দ্বারা তোমরা শিব বাবার পৌত্র - পৌত্রী হয়ে গেলে । ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী জগদম্বা - সরস্বতী হয় । ভারতে গায়ন হয় --তুমি মাতা - পিতা .....তাহলে অবশ্যই জগদম্বা, জগৎ পিতা প্রয়োজন । তাঁর মুখ দ্বারাই তোমরা ধর্মের সন্তান হয়েছো । উত্তরাধিকার তোমরা শিব বাবার কাছ থেকে পাও, এই ব্রহ্মার থেকে নয়, যার মধ্যে প্রবেশ হয়েছিলো, যাকে মা বলা হয় । মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না । উত্তরাধিকার সর্বদা বাবার থেকেই পাওয়া যায় । তোমরাও অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো । ভক্তিমার্গে যে মহিমা হয়ে এসেছে, তাহলে অবশ্যই তাঁকে আবারও আসতেই হবে । বাচ্চারা এখন খুবই দুঃখী । দুঃখধামের পরে সুখধামকে আসতে হবে । সত্যযুগে থাকে সতোপ্রধান সুখ, তারপর ত্রেতাতে কিছু কম । ত্রেতাতে দুই কলা কম বলা হবে । দ্বাপর আর কলিযুগে তার থেকেও কম হয়ে যায় । এখন এই চক্রকে তো ঘুরতেই হবে । বাচ্চারা জানে যে, অসীম জগতের বাবাই স্বর্গের রচনা করেন । তাঁকে প্রথমে অবশ্যই সূক্ষ্ম বতন রচনা করতে হবে, কেননা ব্রহ্মাকে তো অবশ্যই প্রয়োজন । ব্রহ্মাকেও শিব বাবা দত্তক নেন । তিনি বলেন, তুমি আমার । ইনিও বলেন, বাবা আমি তোমার, তাহলে ব্রহ্মার জন্ম শিবের থেকে হয়ে গেলো । শিব বাবার তিন সন্তান, তিনি এই তিন সন্তানের বায়োগ্রাফি বলে দেন । এই ব্যক্ত ব্রহ্মা পরে অব্যক্ত হন । তোমরাও ব্যক্ত ব্রহ্মার সন্তান, তারপরে অব্যক্ত সন্তান হও । এ হলো অনেক গুহ্য কথা । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন এই বিশ্বের রচয়িতা । সর্বপ্রথমে তিনি স্বর্গের রচনা করেন । বাবার থেকে তো স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া চাই, তাই না । এখন আমরা নরকে আছি । উত্তরাধিকার তো অবশ্যই তিনি তখনই দিয়েছিলেন -- যখন আমাদের রচনা করেছিলেন । বাবা বলেন - এখন আমি রচনা করছি । পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও আমি এইভাবেই এসে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলকে রচনা করেছিলাম । এই যে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, এর রক্ষণাবেক্ষণ ব্রাহ্মণই করতে পারে । তাই এরা হলো ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ । ওই ব্রাহ্মণদের বলা হবে কুলজাত বংশাবলী । এমন বলা হবে না যে, তারাও ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ । তাই এখন তোমরা বাচ্চারা হলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী । প্রথমে অবশ্যই ব্রাহ্মণ প্রয়োজন । ব্রাহ্মণ কোথা থেকে কনভার্ট করেছিলেন ? শূদ্র বর্ণ এখানেই আছে । বাচ্চারা, তোমাদের এখন তিনি ব্রাহ্মণ বর্ণে এনেছেন । পা থেকে একদম উপরে শিখা হলো ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হতে হবে । এই বর্ণ ইত্যাদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের মানুষের জন্য, অন্য ধর্মের জন্য এমন বর্ণ নেই । ২১ জন্ম তোমরা দেবতা বর্ণে থাকো । ব্রাহ্মণ ধর্মের এই এক জন্ম অথবা দেড় জন্মও হতে পারে, কেননা যে বাচ্চারা

সংস্কার নিয়ে শরীর ত্যাগ করে যায়, তারা আবার জন্মগ্রহণ করে জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে । তাই বাবা বোঝান - বাচ্চারা, যদি স্বর্গের মালিক হতে হয় তাহলে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । ৬৩ জন্ম তোমরা হাবুডুবু খেয়ে এসেছো, এখন তোমরা মহা দুঃখে আছো । সম্পূর্ণ ভারতের প্রশ্ন তো, তাই না । এমন তো নয় যে, এখন সারা ভারত সুখী । হ্যাঁ, ভারতে ধনবান প্রচুর আছে । দেখো, একজন এসেছিলো, যদিও সে কোটিপতি ছিলো, কিন্তু হাত - পা চলতো না, তাহলে তো দুঃখই হলো, তাই না । দুনিয়াতে যদি একজনও দুঃখী থাকে, তাহলে অবশ্যই তাকে দুঃখধাম বলা হবে । সত্যযুগে একজনও দুঃখী থাকে না । ভারত সুখধাম ছিলো । কে এই স্বর্গের রচনা করেছিলেন ? বাবা । আমরা বাচ্চারা হলাম অধিকারী । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমরা অবশ্যই এই স্বর্গে ছিলাম । এমন বলা হয়ে থাকে - ক্রাইস্টের তিন হাজার বছর পূর্বে গীতা শোনাতে এসেছিলেন । তাহলে পাঁচ হাজার বছরের সময় তো হলো, তাই না । দুই হাজার বছর ক্রাইস্টের আর তাঁর পূর্বে তিন হাজার বছর । তাই এখন গীতা শোনাতে তো এসেছেন, তাই না । অবশ্যই দেবতা ধর্মও প্রায় লোপ হয়ে গেছে ।

তোমরা বাচ্চারা হলে পাণ্ডব, যাদের সহায়ক হলেন গীতার ভগবান । তিনি হলেন নিরাকার । শাস্ত্রতেও আছে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, বাস্তবে হলো শিবরাত্রি বা শিব জয়ন্তী । রুদ্র জয়ন্তী বা রুদ্র রাত্রি বলা হয় না । শিব রাত্রি কেন বলা হয় ? এখন তো অসীম জগতের রাত্রি, ঘোর অন্ধকার, তাই না । বাবা বলেন, আমি আসি অসীম জগতের রাতের সময়ে । এখন দিন বা প্রভাত শুরু হবে । আমার জন্ম প্রাকৃতিক মনুষ্য সমান হয় না । কৃষ্ণ তো মায়ের গর্ভ মহলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো, আমরা ওই মাতা - পিতার কাছ থেকে স্বর্গের গহন সুখ প্রাপ্ত করছি । দুনিয়া তো জানেই না যে, স্বর্গ আর নরক কোন পাখির নাম । তোমরা এখন এখানে পড়তে এসেছো, তোমরা এখন শ্রীমৎ অনুসারে চলো । শ্রীমতে চললে তোমরা স্বর্গের শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়ে যাও । তিনি সত্যযুগের মালিক যখন, তখন অবশ্যই কলিযুগের অন্তে তাঁর ৮৪ জন্ম বা অন্তিম জন্ম হবে, তবেই তো তিনি রাজযোগ শিখেছিলেন । কেবল একজন মাত্র তো নয়, সম্পূর্ণ সূর্যবংশী ঘরানা রাজযোগ শেখে, যারা এখন এসে অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছে । বাবা বলেন, তোমরা এখন আমার কাছে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করো, কেননা আমি পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা করি । ৬৩ জন্ম তোমরা পতিত হয়ে এসেছো, তাই দুঃখী হয়ে গেছো । স্বর্গে তো তোমরা অনেক সুখী ছিলে । এই ভারত, যা কড়ি তুল্য হয়ে গেছে, তা আবার হীরের তুল্য হবে । এই একমাত্র বাবা, যিনি বলেন, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি । অসীম জগতের পিতা বলেন - তোমরা এই অন্তিম জন্ম পবিত্র হও । এই মা - বাবার কাছে তোমাদের অমৃত পান করতে হবে, বিষ ছাড়তে হবে । তোমরা কাম চিতা থেকে নেমে এখন জ্ঞান চিতায় বসো । তোমরা শ্রীমৎ পাও । যার এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার নিশ্চয়তা নেই, সে বলে - বাবা, এই বিষ ত্যাগ করা তো খুবই সমস্যা । আরে, তোমরা ২১ জন্ম সুখের প্রাপ্তি করো, তারজন্য তোমরা এই বিষ ত্যাগ করতে পারো না কি ? ভক্তি, জপ, তপ ইত্যাদি করলে জাগতিক সুখ প্রাপ্ত হয় । অসীম জগতের সুখ অসীম জগতের পিতার কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয় । বাবা বলেন - আমি সাধুদেরও উদ্ধার করি, কেননা শিব বাবাকে না জানার কারণে কেউই সদগতি প্রাপ্ত করতে পারে না, কেউ ঘরেও ফিরে যেতে পারে না । বাবার ঘরের রাস্তা যদি তারা জানতো, তাহলে তো সেখানে আসা - যাওয়া করতো । সবাইকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে । সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসতেই হবে । এখন তো হলো মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া । যারা ধর্ম স্থাপন করেছেন, তাদের নামেই শাস্ত্র লিখিত হয়, যাকে ধর্মশাস্ত্র বলা হয় । ক্রাইস্ট এসে কি করেছিলেন ? তিনি নিজে আগে আসেন, তাঁর পিছনে তাঁর ঘরানার আত্মাদের আসতে হবে । বৃদ্ধি তো হতেই হবে । এখন দেখো, খ্রিস্টান তৈরী করতে থাকে । অনেক হিন্দু ধর্মের মানুষদের কনভার্ট করতে থাকে । তারা তো নিজের ধর্মকে জানেই না । তোমরা এখন জানো যে, আমরা দেবতা বর্ণে যাবো । কৃষ্ণের আত্মাও এখন এই পড়া পড়ছে, কিন্তু সঙ্গম হওয়ার কারণে মিক্স করে দিয়েছে । এই চিত্র ইত্যাদি যা কিছুই আছে, এ সবই হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী । জ্ঞান সাগর তো পরমপিতা পরমাত্মা, তাঁর দ্বারা সকলেরই সদগতি হবে । সত্যযুগে তো অল্প মানুষ থাকবে । বাকি সবাই হিসেব - নিকেশ শোধ করে মুক্তিধামে চলে যাবে । ওরা শান্তি পাবে আর তোমরা সুখ পাবে । তোমরা এখন গহন সুখ প্রাপ্তির জন্য পড়ছো । যাদের এখানে পার্ট আছে তারাই কল্প - কল্প পুরুষার্থ করে । যারা ব্রাহ্মণ হবে তারাই স্বর্গের মালিক হবে -- কিন্তু পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে । এখন দেবী - দেবতা ধর্মের কলম লাগছে । যারা পূর্ব কল্পে এসেছিলো, তারাই আসবে । ড্রামা তোমাদের দিয়ে অবশ্যই পুরুষার্থ করিয়ে নেবে । এই সময় সকলেই পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন । সত্যযুগে হয় পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি । ওখানে যথা রানী তথা প্রজা সকলেই পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি সম্পন্ন ।

তোমরা এখন পাণ্ডব সেনা । তোমরা বাবার সাহায্যে স্বর্গের ফাউন্ডেশন তৈরী করছো । তোমরা স্বর্গের প্ল্যান তৈরী করছো । তোমরা অমরলোকে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছো । বাকি যারা সব পরিকল্পনা করছে, তারা নিজেদের বিনাশের জন্য পরিকল্পনা করছে । তোমরা হলে অহিংসক । ওরা সব হিংসক । হিংসকরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে শেষ হয়ে

যাবে, তারপর জয়জয়াকার হয়ে যাবে । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, ড্রামা অনুসারে যারা পূর্ব কল্পে এসেছিলো, তারাই আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে । কেউ তো আবার বাবার হয়েও তালাক দিয়ে দেয় । বাবা বলেন - তোমরা যদি শ্রীমৎ অনুযায়ী চলো, তাহলে সূর্যবংশীয় মহারাজা - মহারাণী হতে পারবে । এখানে তো পরিশ্রমের কথা । যদিও ওরা খুব সুন্দর করে শাস্ত্র কথা শোনায় । তা তো এতকাল শুনেই এসেছো । শুনতে - শুনতে নরকবাসী হয়ে গিয়েছো, কলাও কম হয়ে গিয়েছে । যদিও ওরা বলে, পতিই ঈশ্বর, তবুও গুরু করে । কলা তো কম হয়ে যায়, তাই না । এই সৃষ্টিকে তমোপ্রধান হতেই হবে । বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন । বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন দেহী - অভিমানী ভব । মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো । আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয়ে এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞকে রক্ষাও করতে হবে, আর এর সাথে সাথে যেভাবে ব্যক্ত ব্রহ্মা অব্যক্ত হন, তেমনই অব্যক্ত হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে ।

২) ২১ জন্ম পর্যন্ত সুখী হওয়ার জন্য এই এক জন্মে বাবার কাছে পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। কাম চিতা ত্যাগ করে জ্ঞান চিতায় বসতে হবে । শ্রীমৎ অনুসারে অবশ্যই চলতে হবে ।

বরদানঃ- সদ্গুরুর দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া মহামন্ত্রের চাবির দ্বারা সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব

সদ্গুরুর দ্বারা জন্ম মাত্রই সর্ব প্রথম মহামন্ত্র প্রাপ্তি -- "পবিত্র হও, যোগী হও ।" এই মহামন্ত্রই হলো সর্ব প্রাপ্তির চাবি । পবিত্রতা যদি না থাকে, যোগী জীবন যদি না থাকে, তাহলে অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অধিকারের অনুভব করতে পারবে না । তাই এই মহামন্ত্র হলো সর্ব সম্পদ অনুভবের চাবি । এমন চাবির মহামন্ত্র সদ্গুরুর দ্বারা যে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের কারণে প্রাপ্ত হয়েছে, তাকে স্মৃতিতে রেখে সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন হও ।

স্লোগানঃ- সংগঠনেই নিজের সুরক্ষা, সংগঠনের গুরুত্বকে জেনে মহান হও ।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য -

মানুষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যে, সৃষ্টির শুরু কীভাবে হয়েছিলো ? এই সম্বন্ধে মানুষ অনেক গল্প শুনেছিলো, কিন্তু ভগবান নিজেই আমাদের বলেন, সৃষ্টির শুরু আমাদের ধর্ম থেকেই হয়েছিলো । ইব্রাহিম পন্থী ইসলামীরা বলে, সৃষ্টির শুরু আমাদের ধর্ম থেকে হয়েছিলো । খ্রিস্টানরা আবার তাদের সময়কে আদি বলে মনে করে । বৌদ্ধরা আবার তাদের ধর্মের সময়কে আদি মনে করে । মুসলিমরা বলবে, আমাদের ধর্ম থেকে আদি শুরু হয়েছিলো, ভারতবাসী হিন্দুরা আবার নিজের ধর্মের সময়কে আদি বলে মনে করে । এরপর দেখানো হয়, সৃষ্টির আদিতে কীভাবে মানুষ তৈরী হয়েছিলো ? বলা হয়, শুরুতে সর্বপ্রথমে অস্থির দ্বারা মানুষ নির্মাণ হয়, তারপর এমনও দেখানো হয় যে, প্রথমে হাওয়া ছিলো, তার থেকে শ্বাস তৈরী হয়েছিলো, তারপর ফুসফুস তৈরী হয়, তারপর মানুষ । এইভাবে প্রথম মানুষ তৈরী হয়েছিলো, তারপর সম্পূর্ণ সৃষ্টির জন্ম হয়েছিলো । এখন এ হলো মানুষের শোনা গল্পকথা, এখন স্বয়ং পরমাত্মা আমাদের বলছেন যে, কীভাবে সৃষ্টি তৈরী হয়েছিলো ? প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা তো অনাদি বা চিরন্তন সত্য, তাই এই সৃষ্টিও অনাদি, চিরন্তন সত্য । শাশ্বত এই সৃষ্টি ভগবানের দ্বারাই শুরু হয়েছিলো । দেখো, ভগবানের এই কথা গীতায় উল্লেখিত আছে যে, ভগবান উবাচঃ - আমি যখন আসি, তখন আমি আসুরী দুনিয়ার বিনাশ করি, এবং দৈবী দুনিয়ার স্থাপনা করি । আমিই এই কলিযুগী, তমোগুণী, অপবিত্র আত্মাদের পবিত্রতা প্রদান করি । তাই প্রথমতঃ সৃষ্টির শুরুতে ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের তিন আকারী স্বরূপ তৈরী করেন, তারপর তিনি ব্রহ্মা এবং সরস্বতীর মাধ্যমে দৈবী দুনিয়ার স্থাপনা করেন । এর অর্থ হলো, সৃষ্টির শুরু ব্রহ্মার দ্বারা হয়েছিলো এবং খ্রিস্টানরা ব্রহ্মাকে আদম আর সরস্বতীকে ইভ বলে তাদের শাস্ত্রে উল্লেখ করেন । আবার মুসলিম ধর্মে ডাডা আদম বিবি বলে থাকে । বাস্তবে যথার্থ কথা হলো এটাই । প্রকৃত জ্ঞান না জানার কারণে তারা এক ব্রহ্মার বিভিন্ন নাম দিয়ে দিয়েছে । কেউ পরমাত্মাকে সুপ্রীম সোল বলে, কেউ আবার তাঁকে আল্লাহ বলে ডাকে, কিন্তু এই সুপ্রীম সোল একজনই । কেবলমাত্র ভাষার বিভিন্নতা । আচ্ছা । ওম্ শান্তি ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;